বাঘা (রাজশাহী) : উপজেলার অবহেলিত চরাঞ্চলে পিছিয়ে পড়া শিশুদের পাঠদান দিচ্ছেন কলেজ ছাত্রী বিথী -ইত্তেফাক

বাঘার চরাঞ্চলের শিশুদের শিক্ষার আলো দিচ্ছে 'নদী ও জীবন'

■ বাঘা (রাজশাহী) সংবাদদাতা

রাজশাহীর বাঘায় চরাঞ্চলে হতদরিদ্র পরিবারের পিছিয়ে পড়া শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে নদী ও জীবন প্রকল্প। শিক্ষার পাশাপাশি চরাঞ্চলের জীবনমানের উন্নয়নেও কাজ করছে এ প্রকল্প। ইতোমধ্যে চরাঞ্চলের ১৪৮২ পরিবার নানাভাবে উপকৃত হয়েছে। ফলে শিশুশিক্ষার পাশাপাশি কৃষিতেও অবদান রাখছে এ অঞ্চলের নারীরা। বাড়ির উঠানে সবজি চাষের আওতা বাড়িয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছেন তারা। জানা যায়, দেশের দ্বীপ চরাঞ্চলগুলো সমতল এলাকা থেকে বরাবরই বিচ্ছিন্ন এবং এ অঞ্চলের মানুষগুলো নদী ভাঙন, ঝড়, খরাসহ নানা কারণে অবহেলিত। এজন্য বর্তমান সরকার এদের জীবনমান উন্নয়নকল্পে নদী ও জীবন-২ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। আর এই কাজে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড। এ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সেনিটেশন সহায়তা। এ থেকে উপকৃত হচ্ছে চরাঞ্চলের ১৪৮২টি পরিবার। রাজশাহীর বাঘায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে স্থানীয় বেসরকারি সংগঠন সমতা নারী কল্যাণ সংস্থা। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় পিছিয়ে পড়া শিশুদের নিয়মিত পাঠদান দিয়ে চলেছে ওই অঞ্চলের কলেজ ছাত্রী বিথী। এর ফলে উজ্জীবিত হচ্ছে চরাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা। ফলে উপকৃত হচ্ছে দেশ ও সমাজ। স্থানীয় বেসরকারি সংগঠন সমতা নারী কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক নজরুল ইসলাম জানান, উপজেলার সবচেয়ে অবহেলিত জনপদের নাম পশ্চার চরাঞ্চল। এ অঞ্চলের হতদরিদ্র মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য সরকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তারা সেই প্রকল্পের মাধ্যমে চরাঞ্চলে উন্নয়ন করার চেষ্টা করছেন। এ থেকে উপকৃত হচ্ছে চরাঞ্চলের নারী ও শিশুসহ ১৪৮২টি পরিবার।